দৈনিক ইত্তেফাক

74

তারিখ 19 FEB 1992
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

৮ দফা পূরণ না হইলে ১৮ মে হইতে কর্মবিরতি

কয়েক হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের বিক্ষোভ, অনশন, সমাবেশ

ইত্তেফাক রিপোর্ট।। ১৫ হাজারেরও বেশী সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক গতকাল (মঙ্গলবার) সচিবালয়ের সম্মুখে তোপখানা সড়কে ৫ ঘণ্টাকাল অনশন, অবস্থান, বিক্ষোভ ও সমবেশে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের মুক্তিসহ ৭ দফা দাবী পূরণের আহবান জানাইয়াছে। সমাবেশে [illegible] পরে ৭ জনের [illegible] কেন্দ্রীয় নেতাদের হয়রানিমূলক বদলী, রাজশাহী-চুয়াডাঙ্গা, ঈশ্বরদীতে রিজার্ভ বাসস্থানের রিজার্ভেশন বাতিলের জন্য স্থানীয় সরকারের চাপের প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতি হয়রানি ও বদলী বন্ধ করা এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবীসহ ৮ দফা দাবীতে তিনমাসের সাংগঠনিক প্রস্তুতির পর ১৮ই মে হইতে ২ লক্ষাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। গতকাল সকাল সন্ধ্যা অবস্থানের পূর্বঘোষিত কর্মসূচী দুপুরে শেষ হইয়া যায়। অবস্থান বঙ্গভবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। এ সংগঠনের সহিত গতকাল পর্যন্ত সরকার কোন আলোচনা করে নাই। তবে সরকারী সূত্রে বলা হয়, সাড়ে ৮ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরী উন্নয়ন খাত হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের মূল দাবীসহ অধিকাংশ দাবীই পূরণের পথে, এ সময় আন্দোলন অবান্তর। আবুল কালাম আজাদের মুক্তির ব্যাপারে সরকারী মহল কোন সাড়া দেয় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আজাদ ১৯৬৯ হইতে এ সংগঠনের সভাপতি; গত ৮ই জানুয়ারী ঢাকায় সরকারী শিক্ষক প্রতিনিধি সম্মেলনে ৭ দফা দাবীতে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রদানের পরদিন তাহাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার (শেষপৃঃ দ্রঃ)।

প্রাথমিক শিক্ষক

(১ম পৃঃ পর)

করিয়া তিনমাসের ডিটেনশন দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কর্মচারী হিসাবে শিক্ষকদের মিটিং মিছিলকে "বেআইনী" হিসাবে উল্লেখ করিয়া কর্তৃপক্ষ "ব্যবস্থা গ্রহণের" জন্য গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ পাঠাইয়াছিল। সরকারী সূত্র আভাস দেন, "সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশের উপর মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নির্দেশ ও শৃঙ্খলা বিধায়ক ব্যবস্থার চাইতে এ সমিতির কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রবল হইয়া ওঠায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার সংকট দেখা দিয়াছে। দাবী-দাওয়া পূরণ করিলেও শিক্ষক হাজিরা ও শিক্ষাদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ পরিস্থিতি এক প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিয়াছে।

গতকাল সমাবেশে উপস্থিত শ্লোগানমুখর হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের সামনে সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ, কা, ম, ফজলুল হক ২৪শে ফেব্রুয়ারী খাতায় সই দিয়া সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতি; ঢাকায় দৈনিক বাংলা মোড়ে ঢাকার শিক্ষক সমাবেশ, ৩রা মার্চ পর্যন্ত উপজেলায় পোষ্টারিং, দেওয়াল লিখন, ৪ হইতে ১৭ই মার্চ ৭ দফা দাবীতে দেশব্যাপী জনমত গঠন, ১৫ই মার্চ প্রতিনিধি সভা, ২০শে এপ্রিল কর্মবিরতিসহ উপজেলায় বিক্ষোভ ১২ই মে কর্মবিরতিসহ জেলা সদরে বিক্ষোভ, ১৮ই মে হইতে অবিরাম ধর্মঘট, ১৯শে মে ঢাকায় মহাবিক্ষোভ ও অবরোধের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

সমাবেশের জন্য আনীত ৩টি মাইক পুলিশ আটক করে। একটি মালবাহী টেম্পোর উপর স্থাপিত মাইকে ওয়াহিদুল হক, তাহের পাটোয়ারী, সৈয়দ বেলালুর রহমান, আলতাফ হোসেন, আসাদুল হক, ওহিদুজ্জামান, মনোয়ারা বেগম, আবদুস সালাম চাকলাদার, রোকসানা হক কঠোর মাঝারি ও নমনীয় ভাষায় বক্তব্যে বলেন: প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আপনি জানেন না, কাহারা আপনাকে ভোট দিয়াছে। আমরা আপনার শত্রু নই। আমরা চাই, আমাদের যুক্তি পরামর্শ লইয়া চলুন। এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি নূরুল আবছার। সচিবালয়ের সামনে যখন শিক্ষক বিক্ষোভ তখন শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব সচিবালয়ে ছিলেন না। একজন অতিরিক্ত সচিব জানান, উন্নয়ন খাতের শিক্ষকদের রাজস্ব খাতে আনার দাবী পূরণ হইতে যাইতেছে। উপসচিব ও বিভিন্ন পদে পদোন্নতির কারণে মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তাদের কক্ষগুলি ছিল শূন্য। তবে গতকাল দুপুরে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক ও মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিক্ষক ধর্মঘটের প্রসঙ্গ আলোচিত হইবার আগেই সরকারকে প্রায় ৩ মাসের সময় দিয়া প্রাথমিক শিক্ষকরা যানবাহন ধরিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা সচিব প্রতি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত জরুরী ট্যালেক্সে গতকালের অবৈধ ধর্মঘট ও বিক্ষোভে যোগদান হইতে শিক্ষকদের বিরত রাখার জন্য প্রধান শিক্ষকদের উপর চাপসৃষ্টির পরামর্শ দিয়াছিলেন। এ তারবার্তায় বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষকরা এ ধর্মঘটে অংশ নিলে "অসদাচরণের অভিযোগে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে পারে।"

এদিকে সমাবেশে উপস্থিত শিক্ষকদের কেহ কেহ বলেন, 'বুদ্ধ পূর্ণিমার' ছুটি উপলক্ষে তাহারা এ সমাবেশ করিতেছেন। জেলা সংগঠকরা জানান, ৮ই জানুয়ারীর ঢাকা সমাবেশে গৃহীত কর্মসূচী অনুযায়ী, ইউনিয়ন কমিটি ও উপজেলা কমিটির আয়োজনে তাহারা সমাবেশে আসিয়াছেন। উদ্যোক্তরা জানান, প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন (১) আবদুস সাত্তার সালেহ, (২) জলীম (৩) আউয়াল-মানসুরী, (৪) আমারী, (৫) লুৎফর রহমান-সুফিয়া, (৬) মাহফুজ-আউয়াল (৭) নুরুজ্জামান ও (৮) আজাদ গ্রুপে বিভক্ত। অন্যান্য গ্রুপ ঢাকা কেন্দ্রিক, ক্ষুদ্র ও বিভক্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মুহম্মদ আবুল হোসেন ইত্তেফাককে জানান, ৯০ সনে নিযুক্ত উন্নয়ন খাতের সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষক ও ৩ হাজার শিক্ষা কর্মচারীকে রাজস্ব বাজেটে আনয়নের প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে আসিয়া রহিয়াছে।

সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেল ও প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর মর্যাদা প্রদানের দাবী প্রশ্নে তিনি জানান, বর্তমানে বাড়তি কোন বেতন ছাড়াই সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। নূতন বেতন হারে একজন শিক্ষককে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ ও তাহার শূন্য পদে একজন শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিও বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের সমমানের সরকারী কর্মচারীদের সমান বেতনদানের দাবী প্রসঙ্গে বলা হয়, একইপদে বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার লোক থাকিতে পারে। কিন্তু শিক্ষাভেদে একই পদে বেতনের তারতম্য সম্ভব নয়।

প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি বোর্ডে অধ্যাপক আজাদের মনোনীত ব্যক্তি গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়, ট্রাষ্টি বোর্ড বিলুপ্ত হয় নাই। নিষ্ক্রিয় আছে। ২ শিক্ষকদের নানা গ্রুপ নানা মতামত পোষণ করে, অনেকে ট্রাষ্টের সদস্যও হয় নাই, আজাদ গ্রুপের মধ্যেও ইহা লইয়া মতান্তর অনেক। তবে সরকার সাধারণ শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ট্রাষ্ট পুনর্গঠন করিতে যাইতেছে। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী প্রশ্নে বলা হয়, ৩৮ হাজার সরকারী স্কুল, ১০ হাজার রেজিষ্ট্রীকৃত স্কুল, ৩ হাজার আনরেজিষ্টার্ড স্কুল মিলাইয়া ৫১ হাজার প্রাথমিক স্কুল বর্তমানে আছে কিলোমিটারের মধ্যে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, সেখানে জনসাধারণ বন্যামুক্ত ১ বিঘা জমি দান করিলে সরকার ভবন বানাইয়া উপজেলার ৪ জন তরুণকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠার নূতন পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে ৬৮টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বর্তমানে প্রায় দেড় কোটি ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আছে বলিয়া খাতাপত্রে দেখানো হয়, কিন্তু ইহার ৬২ শতাংশই পঞ্চম মানের আগেই স্কুল ত্যাগ করে।

প্রাথমিক শিক্ষক সংখ্যা ১৯৭৩-এ জাতীয়করণের সময় ছিল ১ লাখ ৭৩ হাজার। তাহাদের অধিকাংশই ছিল এস, এস-সি পাস। বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ২ লাখের ও উপরে। গত বৎসর ৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এবার আরও ৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

নিজ উপজেলায় স্কুলে চাকুরীরত প্রাথমিক প্রবীণ শিক্ষকদের মাহিনা এখন ৩ হাজার টাকা। নবীন শিক্ষকদের মাহিনা ১৯ শত টাকা।